বানান

৫০ - ৮০

P2A

স্বত্ব ও সত্ত্ব

- স্ব অর্থ নিজ।
- সত্ত্ব অর্থ বিদ্যমান, অস্তিত্ব বা কোনো গুণ, ফলের রস।
- কাঠালের আমসত্ত্ব (রস অর্থে)
- এ জমিতে আমার স্বত্ব।

ভারি নাকি ভারী

- ভারি অর্থ খুব বেশি।
- ভারী অর্থ ওজন।

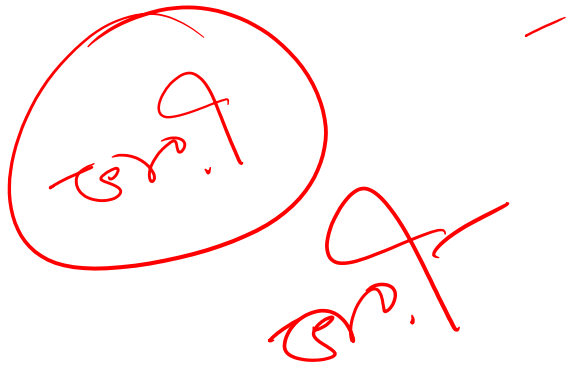

স ও ষ

- অনেক শব্দের ক্ষেত্রে অ বা আ উচ্চারিত হলে স হবে।
- পুরস্কার
- ই বা উ উচ্চারিত হলে ষ হবে।
- পরিষ্কার

ভুত, অদ্ভুত, ভুতুরে

এই ৩টি শব্দে উ কার হবে। এই ৩ শব্দ ছাড়া অন্যান্য ভূত বানানে ঊ হবে।

দ্রবীভূত, পরাভূত ইত্যাদি।

অঞ্জলি দ্বারা গঠিত সকল শব্দে ই-কার হবে।

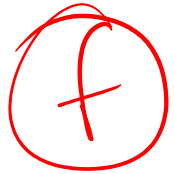

অঞ্জলী, গীতাঞ্জলী, শ্রদ্ধাঞ্জলী ✗

যেমন: অঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি, পতঞ্জলি ইত্যাদি।

সোনালী রুপালী মিতালী

সোনালি, রুপালি, বর্ণালি, হেঁয়ালি, খেয়ালি, মিতালি ইত্যাদি।

বিশেষণবাচক **আলি** প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে।

লেখক, কবি, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম যা লেখা থাকে তাই লিখতে হবে।

- সোনালি ব্যাংক
- রুপালী ব্যাংক

কার্যাবলী, বাংলাদেশ বিষয়াবলী, গ্রন্থাবলী???

কার্যাবলি, শর্তাবলি, ব্যাখ্যাবলি, নিয়মাবলি, তথ্যাবলি, ইত্যাদি।

‘আবলি’ বচনবোধক যুক্ত শব্দটির **আবলি** অংশটুকুতে ই-কার হবে এবং পদাশ্রিত নির্দেশক ‘টি’ যুক্ত থাকলে ই-কার হবে।

পদের শেষে ‘-জীবী’ ঈ-কার হবে।

চাকরিজীবি, পেশাজীবি, শ্রমজীবি

চাকরিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, আইনজীবী ইত্যাদি।

হস-চিহ্ন

হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন:

কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক,ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক।

দু নাকি দূ???

দুরবস্থা, দুরন্ত, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরারোগ্য, দুরূহ, দুর্গা, দুর্গতি, দুর্গ, দুর্দান্ত, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্নাম, দুর্ভোগ, দুর্দিন, দুর্বল, দুর্জয়

দূরত্ব বোঝায় না এরূপ শব্দে উ-কার যোগে 'দুর' ('দুর' উপসর্গ) বা 'দু+রেফ' হবে।

দু নাকি দূ???

দূর, দূরবর্তী, দূর-দূরান্ত, দূরীকরণ, অদূর, দূরত্ব, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি।

দূরত্ব বোঝায় এমন শব্দে ঊ-কার যোগে ‘দূর’ হবে।

ভু নাকি ভূ???

ভূমি বা মাটি সংক্রান্ত হলে ভূ হবে। তা না হলে ভু হবে।

যেমন- ভূমি, ভূগোল, ভূমিকম্প, ভূতল, ভূধর।

কিন্তু- ভুবন, ত্রিভুবন, ত্রিভুজ।

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না

অর্জ্জন, ঊর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য

অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, ধৈর্য, মাধুর্য ইত্যাদি

ব্যতিক্রম: অর্ঘ্য, দৈর্ঘ্য, নৈর্ব্যক্তিক, মর্ত্য।

ভাষা ও জাতিতে ই-কার হবে।

ইংরেজী, জাপানী, হিন্দী

বাঙালি/বাঙ্গালি, জাপানি, ইংরেজি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি।

তৎসম শব্দ

পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, যুবতি, শ্রেণি

পদবী, পল্লী, ভঙ্গী, শ্রেণী

যে-সব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কার-চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে ।

ঙ হবে নাকি ং হবে, তা নির্ণয়ের সূত্র

সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পুর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন:

অহম্ + কার = অহংকার

সম + কীর্ণ = সংকীর্ণ

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না।

যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পুর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না।

শুদ্ধ বানান	ভুল বানান	শুদ্ধ বানান	ভুল বানান
অহংকার (অহম্ + কার)	অহঙ্কার	অলংকার (অলম্ + কার)	অলঙ্কার
ভয়ংকার (ভয়ম্+কার)	ভয়ঙ্কার	সংগীত (সম্ + গীত)	সঙ্গীত
সংকীর্ণ (সম্ + কীর্ণ)	সঙ্কীর্ণ	সংঘটন (সম্ + ঘটন)	সঙ্ঘটন
হৃদয়ংগম (হৃদয়ম্ + গম)	হৃদয়ঙ্গম	শুভংকর (শুভম্ + কর)	শুভঙ্কর
সংঘ (সম্ + ঘ)	সঙ্ঘ	সংখ্যা (সম্ + খ্যা)	সঙ্খ্যা
আকাঙ্ক্ষা [32th BCS; RU:17-18]	আকাংক্ষা, আকাংখা	লঙ্ঘন	লংঘন
কিণাঙ্ক [JnU:15-16]	কিণাংক	আশঙ্ক	আশংক
আতঙ্ক	আতংক	কলঙ্ক	কলংক
অঙ্ক, অঙ্গ	অংক, অংগ	বঙ্গ, গঙ্গা	বংগ, গংগা
কঙ্কাল	কংকাল	বঙ্কিম	বংকিম
শৃঙ্খল	শৃংখল	সঙ্গ, সঙ্গী	সংগ, সংগী
পুঙ্খানুপুঙ্খ[IU:15-16] (পুঙ্খ+অনুপুঙ্খ)	পুংখানুপুংখ	সর্বাঙ্গীণ	সর্বাংগীণ
শশাঙ্ক	শশাংক	শঙ্খ	শংখ
ব্যতিক্রম: শঙ্কা (শম্ + কা)।			

প্র, পরা, পূর্ব, অপ

- এদের পরে “অহ্ন” হবে।

সঠিক বানান

পূর্বাহ্ণ	পূর্বাহ্ন
সায়াহ্ন	সায়াহ্ণ
অপরাহ্ণ	অপরাহ্ন
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ণ
প্রাহ্ণ	প্রাহ্ন

ণত্ব বিধি

কৃপণ হরিণ অর্পণ লক্ষণ লক্ষণ, নির্বাণ, দর্পণ, গ্রহণ ইত্যাদি

ঋ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ষ, হ অথবা ং (অনুস্বার) থাকলে তার পরবর্তী দন্ত্য ‘ন’ মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়।

যে সকল শব্দে নিত্য ণ বসে

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ

বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।

কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী

ফণী অণু বিপণি গণিকা।

আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি

গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।

চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ

গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

যেসকল শব্দে নিত্য ষ হয়

	মানুষ	ঊষা	ভাষা
ষড়ঋতু	দ্বেষ	ঔষধ	ভাষণ
আষাঢ়	রোষ		ভূষণ
পৌষ	কোষ		
	পাষাণ		
	কলুষ		
	ষড়যন্ত্র		

বিশেষণজাত শব্দের শেষে ঈ-কার থাকলে এবং তার পরে যদি (ত্ব, তা, নী, ণী, সভা, পরিষদ, জগৎ, বিদ্যা, তত্ত্ব) এগুলো যুক্ত করা হয় তাহলে ঐ শব্দের শেষের ঈ-কার, ই-কার হবে।

দায়িত্ব (দায়ী),প্রতিদ্বন্দ্বিতা (প্রতিদ্বন্দ্বী), প্রার্থিতা (প্রার্থী), দুঃখিনী (দুঃখী), অধিকারিণী (অধিকারী), সহযোগিতা (সহযোগী), মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিপরিষদ (মন্ত্রী), প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিজগৎ, প্রাণিসম্পদ (প্রাণী) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম- সতী+ত্ব= সতীত্ব, নারীত্ব, কুমারীত্ব

বিশেষণজাত শব্দের শেষে ঈ-কার থাকলে এবং তার পরে যদি (ত্ব, তা, নী, ণী, সভা, পরিষদ, জগৎ, বিদ্যা, তত্ত্ব) এগুলো যুক্ত করা হয় তাহলে ঐ শব্দের শেষের ঈ-কার, ই-কার হবে।

ী + ত্ব = ি + ত্ব		ী + তা = ি + তা	
অধিকারী + ত্ব	অধিকারিত্ব	উপকারী + তা	উপকারিতা
পক্ষপাতী + ত্ব	পক্ষপাতিত্ব	পারদর্শী + তা	পারদর্শিতা
একাকী + ত্ব	একাকিত্ব	প্রতিদ্বন্দ্বী + তা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
কৃতী + ত্ব	কৃতিত্ব	প্রতিযোগী + তা	প্রতিযোগিতা
দায়ী + ত্ব	দায়িত্ব	সহযোগী + তা	সহযোগিতা
মন্ত্রী + ত্ব	মন্ত্রিত্ব	মনোযোগী + তা	মনোযোগিতা
স্থায়ী + ত্ব	স্থায়িত্ব	সহগামী + তা	সহগামিতা
		সহমর্মী + তা	সহমর্মিতা

সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে ।

দুরবিন, বিরিয়ানি, কাহিনি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, মাস্টারি, রানি, রুপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিন্ধি, হিন্দি, হেঁয়ালি, গির্জা, গিন্নি।

বিদেশি শব্দে ণ, ছ, ষ ব্যবহার হবে না।

যেমন: হর্ন, কর্নার, সমিল (করাতকল), স্টার,

আস্সালামু আলাইকুম, ইনসান, বাসস্ট্যান্ড ইত্যাদি।

গণনাবাচক বা পরিমাণবাচক শব্দগুলো 'উ' দিয়ে আর ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো ঊ দিয়ে লিখতে হবে।

উনিশ

উনত্রিশ

উনচল্লিশ

কিন্তু

ঊনবিংশ

ঊনত্রিংশ

শব্দের শেষে বতী/মতী/গামী/কামী/বাহী/মুখী/পন্থী থাকলে ‘ঈ-কার’ হবে

পদ্মাবতী, শ্রীমতী, অনুগামী, পরিবাহী, বহুমুখী, বামপন্থী

কি/কী

যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত ‘কি’ হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন:

তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

তোমার নাম কি/কী?

কাল, খাট, ছোট, ভাল

কালো, খাটো, ছোটো, ভালো

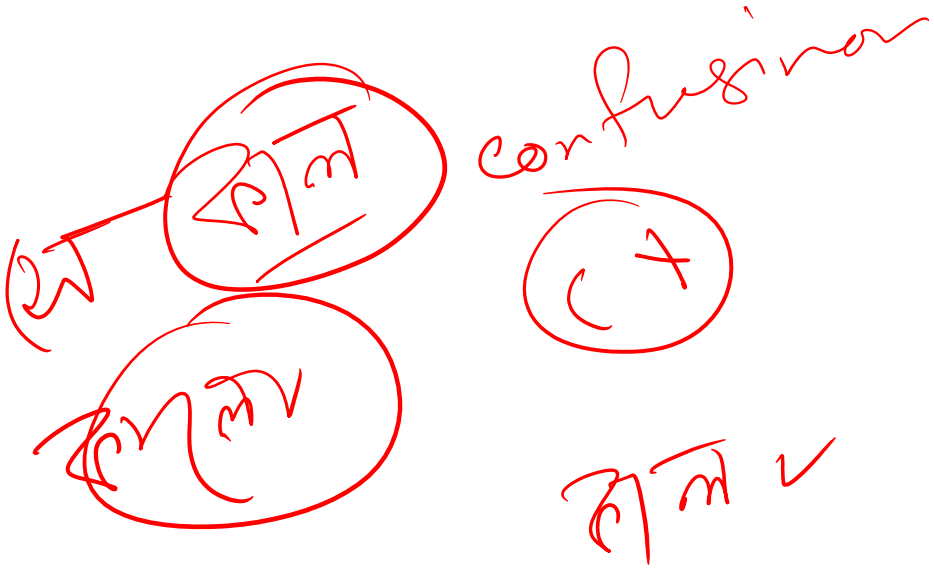

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে।

ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন:

গাং, ঢং, পালং, রং, বাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন:

বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের

বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

বিসর্গ

ক্রমশঃ

বস্তুতঃ

মূলতঃ

ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত।

শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না।

কার যুক্ত কিছু বানান দেওয়া হলো:

(খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ)

ই-ই

১-১

নির্নিমেষ, কাহিনি, নিবিড়, নিহিত, পাণিনি, নিষ্ক্রিয়, নিষিদ্ধ, বারিধি, প্রসিদ্ধি, বিধি, শিথিল, মিহির, শিবির, সমিতি, বিকিরণ। অতিথি, তিথি, অদিতি, দিতি, ক্ষিতি, গিরি, গিরিশ, জিনিস, জ্যামিতি, কিঞ্চিৎ, তিতিক্ষা, দিগ্‌বিজয়

P2A

ই-ঈ (১-২)

- অপরিসীম, জিগীষা, জিগীষু, চিকীর্ষা, চিকীর্ষু, উপচিকীর্ষা, কিরীট গৃহিণী, চিকীর্ষা, ধরিত্রী, দামিনীজ্যোতিষী, নিপীড়ন, নির্ভীক, নিশীথ, প্রবাহিণী, বাহিনী, বিনীত, বিদীর্ণ,বিভীষণ, বিস্তীর্ণ, সাময়িকী, মহিষী, যামিনী, পরিসীমা, নির্জীব, নিরীহ ইত্যাদি।

P2A

ঈ-ঈ (২-২)

প্রতীকী, প্রতীচী, সমীচীন (উচিত), মনীষী, জীবী, দ্বীপী (সমুদ্র), উদীচী, জীবনী, হরীতকী, মহীয়সী, গরীয়সী, পটীয়সী, শরীরী, অশরীরী, ভাগীরথী

ঈ-ই (২-১)

জীবিকা, শারীরিক, মরীচিকা, বাল্মীকি, অতীন্দ্রিয়, কনীনিকা, প্রতীতি, বহুব্রীহি, সীমিত, অবীচি, উজ্জীবিত, গীতিকা, কীর্তি, দধীচি, আশীবিষ, বীণাপাণি, উন্মীলিত, কীর্তিস্তম্ভ।

P2A

ই-ঈ-ই
(১-২-১)

বিভীষিকা, নির্মীলিত,

পিপীলিকা, জিজীবিষা,

নিপীড়িত, চিকীর্ষিত

P2A

ই-ঈ-ই-ঈ

নিশীথিনী, কিরীটিনী

ঈ-ই-ঈ-ই

রীতিনীতি

মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা যাবে না।

যেমন: ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে

যেমন:

পাসপোর্ট, বাস

ক্যাশ

টেলিভিশন

মিশন, সেশন

রেশন, স্টেশন

ঊর্ধ্ব-কমা

ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন:

বলে (বলিয়া), হয়ে (হইয়া), দুজন (দুইজন), চাল (চাউল), আল (আইল)।

সমাসবদ্ধ পদ

বিলাত ফেরত, রাজ পুত্র, মধু মাখা

সমাসবদ্ধ পদগুলি যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে।

যেমন: বিলাতফেরত, রাজপুত্র, মধুমাখা

বিশেষণ পদ

ভালোদিন, লালগোলাপ, সুগন্ধফুল, সুনীলআকাশ

ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না

না-বাচক শব্দ

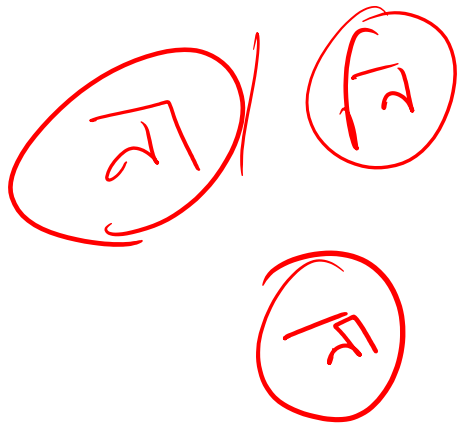

করি না, কিন্তু করিনি।

না-বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ ‘না’ উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

নাবালাক, নারাজ, নাহক

অধিকন্তু অর্থে ‘ও’

আজো আমারো কালো

আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত ‘ও’ প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে।

নিশ্চয়ার্থক ‘ই’

নিশ্চয়ার্থক ‘ই’ শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন:

আজই, এখনই।

‘বেশি’ এবং ‘বেশী’

‘বহু’, ‘অনেক’ অর্থে ব্যবহার হবে

‘বেশি’।

শব্দের শেষে ‘বেশী’ ব্যবহার হবে।

যেমন: ছদ্মবেশী, প্রতিবেশী অর্থে

স্থ ও স্ত

ঠিক আছে?

কণ্ঠস্থ, মুখস্থ, ঠোঁটস্থ (স্থ বাদ দিলে পূর্ণাঙ্গ শব্দ পাবো।)

বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত (স্ত বাদ দিলে পূর্ণাঙ্গ শব্দ হবে না।)

P2A

পদের শেষে
‘গ্রস্থ’ নয় ‘গ্রস্ত’ হবে

যেমন: নেশাগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত, বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত ইত্যাদি।

ভুত/ভূত

অদ্ভুত বানানে উ-কার হবে।

এ ছাড়া সকল ভূতে ঊ-কার হবে।

যেমন: ভূত, অভূত, প্রভূত, বিভূতি, ভস্মীভূত, বহির্ভূত, ভূতপূর্ব, ভূতুড়ে, ইত্যাদি

P2A

হীরা

হীরা, হীরক, নীল, সুনীল, নীলক, নীলিমা ইত্যাদি।

হীরা ও নীল অর্থে সকল বানানে ঈ-কার হবে।

সরকারী, পাইকারী, সহকারী ??

যেমন: সহকারী, আবেদনকারী, ছিনতাইকারী, পথচারী, কর্মচারী, উপকারী, অপকারী ইত্যাদি।

ব্যক্তিবাচক হলে ‘কারী’তে (আরী) ঈ-কার হবে।

যেমন: সরকারি, দরকারি, তরকারি, পাইকারি ইত্যাদি।

কিছু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে একাধিক শব্দরূপ দেখা যায়।

৭৪

- সুকেশ - সুকেশী, সুকেশা, সুকেশিনী
- হেমাঙ্গ - হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গা, হেমাঙ্গিনী
- কৃশোদর - কৃশোদরী, কৃশোদরা
- সুকণ্ঠ - সুকণ্ঠী, সুকণ্ঠা
- চন্দ্রমুখ - চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখা
- চন্দ্রবদন - চন্দ্রাবদনী, চন্দ্রবদনা
- মৃগনয়ন - মৃগনয়নী, মৃগনয়না
- সুনয়ন - সুনয়নী, সুনয়না

পুরুষবাচক সম্ভাষণে শেষে এ-কারের পরে 'ষ' হবে।

কল্যাণীয়েষু, কল্যাণবরেষু, প্রীতিভাজনেষু, প্রিয়বরেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, সুচরিতেষু, সুহৃদবরেষু, কল্যাণীয়বরেষু, প্রিয়ভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, বন্ধুবরেষু, শ্রীচরণেষু, সুজনেষু, স্নেহাস্পদেষু

স্ত্রীবাচক সম্ভাষণে শেষে আ-কারের পরে ‘স্’ হবে

যেমন: কল্যাণীয়াসু , সুচরিতাসু, শ্রদ্ধাস্পদাসু,

পূজণীয়াসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

অভ্যন্তর, আভ্যন্তরিক, আভ্যন্তর, অভ্যন্তরীণ

ঔষধ, ওষুধ, ঔষধি, ওষধি

- ‘ঔষধ’ শব্দটি তৎসম শব্দ যার অর্থ রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য প্রযুক্ত দ্রব্যাদি। সমার্থক শব্দ ওষুধ।
- ‘ঔষধি’ শব্দটি বাংলা শব্দ যার অর্থ যে সকল গাছগাছড়া থেকে ওষুধ/ ঔষধ তৈরি হয়।
- ‘ওষধি’ শব্দটি তৎসম শব্দ যার অর্থ একবার ফল দিয়েই মরে যায় এমন উদ্ভিদ।
- ‘ওষুধ’ বাংলা শব্দ যার অর্থ রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য প্রযুক্ত দ্রব্যাদি। সমার্থক শব্দ ‘ঔষধ’।

বাক্য শুদ্ধি, প্রয়োগ, অপপ্রয়োগ

বাক্যের অপপ্রয়োগ

বানানজনিত ভুল:

সন্ধিজনিত:

সমাসজনিত ভুল:

শব্দের অপপ্রয়োগ বা ভুল প্রয়োগ:

শব্দের বাহুল্য প্রয়োগ:

সাধু-চলিতের মিশ্রণজনিত ভুল:

তোমার সাথে গোপন পরামর্শ আছে

শুদ্ধ: তোমার সাথে গোপনীয় পরামর্শ আছে

আমার কথাই প্রমাণ হলো

শুদ্ধ: আমার কথাই প্রমাণিত হলো

আমি অপমান হয়েছি

শুদ্ধ: আমি অপমানিত হয়েছি

আমরা কোথায় একত্রিত হব?

শুদ্ধ: আমরা কোথায় একত্র হব?

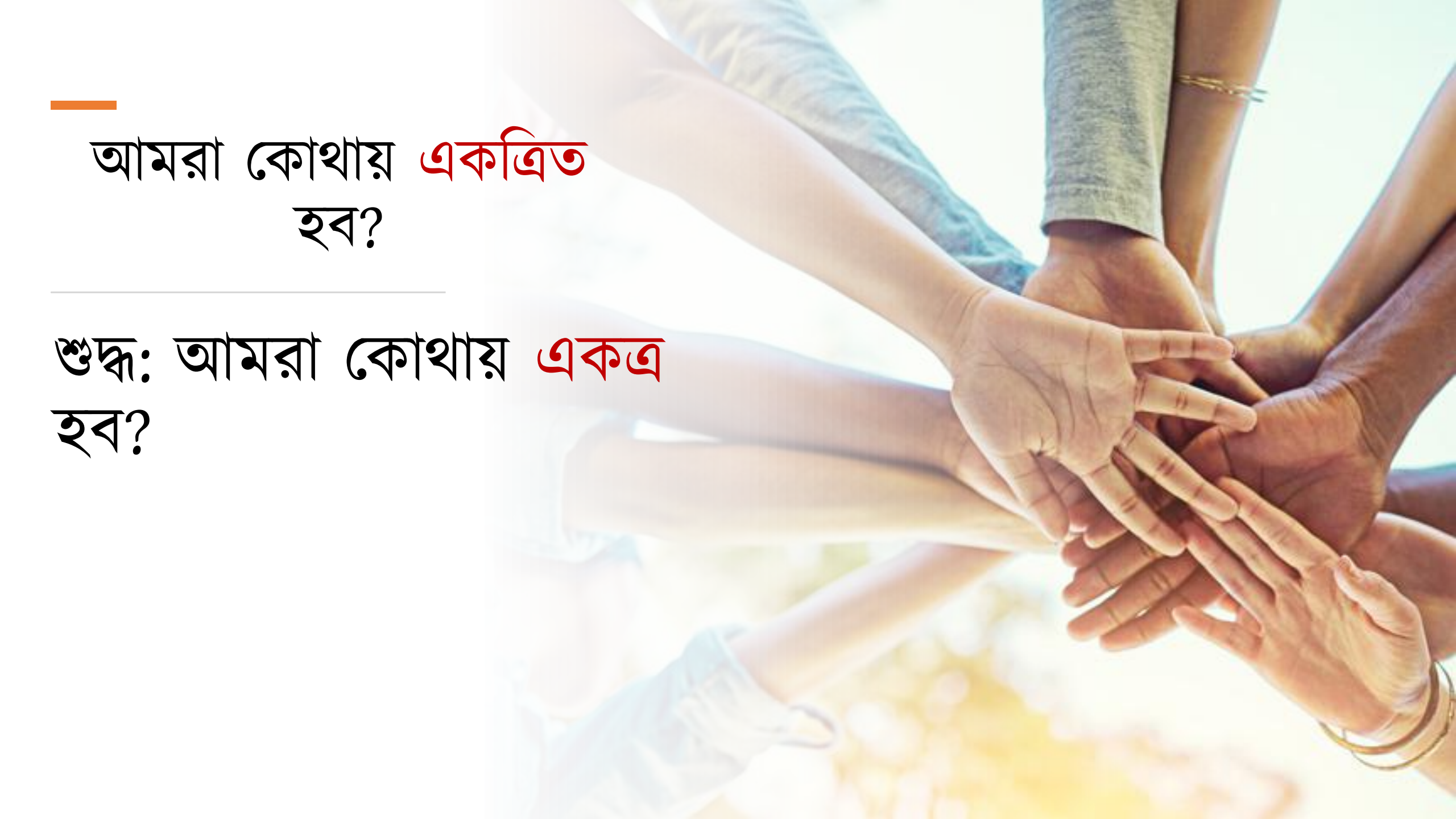

সূর্য উদয় হয়েছে

শুদ্ধ: সূর্য উদিত হয়েছে

বাক্যে বিশেষ্য ও বিশেষণের যথার্থ প্রয়োগ

- অপমান > অপমানিত
- গর্ব > গর্বিত
- নিশ্চয় > নিশ্চিত
- বিস্ময় > বিস্মিত
- দুঃখ > দুঃখিত
- একত্র, উদ্বেল, আকুল (একত্রিত, উদ্বেলিত, আকুলিত অশুদ্ধ প্রয়োগ)

প্রমাণ > প্রমাণিত

উদয় > উদিত

লঙ্ঘন > লঙ্ঘিত

খণ্ড/খণ্ডন > খণ্ডিত/খণ্ডনীয়

বাক্যে বাহুল্য দোষ

- একই সঙ্গে দুইবার বা ততোধিক বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয়না। যদি একই সঙ্গে দুইবার বা ততোধিক বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা বাহুল্য দোষ হবে, যা অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

বাহুল্য দোষ

- ফল ফ্রুটস
- আচ্ছা ওকে ঠিকাছে
- ক্যাচ ধরো
- প্রথম থেকে রিপিট করো

আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন করলাম

শুদ্ধ: আকণ্ঠ ভোজন করলাম

কেবলমাত্র সে যাবে

শুদ্ধ: কেবল সে যাবে।

বাহুল্য দোষ

- কেবলমাত্র > কেবল/ মাত্র
- বিবিধ প্রকার > বিবিধ/প্রকার
- আয়ত্তাধীন > আয়ত্ত/অধীন
- বমালসহ > বমাল/ মালসহ
- সমূলসহ > সমূল/ মূলসহ
- সবান্ধবসহ>সবান্ধব/বান্ধবসহ
- কাব্যগ্রন্থ > কাব্য/ গ্রন্থ

অশ্রুজল > অশ্রু/ জল।

সদাসর্বদা > সদা/ সর্বদা

সময়কাল > সময়/ কাল

বমালসুদ্ধ > বল/ মালসুদ্ধ

সস্ত্রীকসহ > সস্ত্রীক/ স্ত্রীসহ

সচিত্রিত > সচিত্র/ চিত্রিত

বাহুল্য দোষ

- ইদানীংকালে > ইদানীং (বর্তমান কাল)
- তৎকালীন সময়ে > তৎকালীন (সেই সময়ে)
- পরিবারবর্গসহ > পরিবারবর্গ/পরিবারসহ
- আমরণ পর্যন্ত >আমরণ/মরণ পর্যন্ত
- আকণ্ঠ পর্যন্ত >আকণ্ঠ/কণ্ঠ পর্যন্ত
- সপরিবারসহ > সপরিবার/পরিবারসহ

সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণজনিত দোষ

- সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণজনিত শব্দের প্রয়োগ কখনও গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে, যা অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত এবং বাক্যে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটানো যাবে না, সাধু ভাষার বাক্য হলে সাধু ভাষায় রাখতে হবে আর চলিত ভাষার হলে চলিত ভাষার রাখতে হবে।

প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারাজনিত ভুল

- প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারার ভুল বানান বা ভুল শব্দের প্রযয়োগেও বাক্যে অশুদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। তাই মনে রাখবেন প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা যেভাবে থাকে ঠিক সেই ভাবে লিখতে হবে। অর্থাৎ, অর্থ একই থাকলেও পরিবর্তন করা যাবে না।

অশুদ্ধ: অতি চালাকের গলায় রশি।

শুদ্ধ: অতি চালাকের গলায় দড়ি

বাক্যে সর্বনামের ক্রম

- বাক্যে সর্বনামের ক্রম সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে বাক্যটি অশুদ্ধ হতে পারে। বাক্যটি ইতিবাচক হয়,তাহলে সর্বনামের ক্রম হবে **“নামপুরুষ - মধ্যম পুরুষ - উত্তম পুরুষ” (৩২১)**

- বাক্যটি নেতিবাচক হয়, তাহলে সর্বনামের ক্রম হবে **“উত্তম পুরুষ-মধ্যম পুরুষ—নাম পুরুষ” (১২৩)**।

- অশুদ্ধ: তুমি, আমি ও সে কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব।
- শুদ্ধ: সে, তুমি ও আমি কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব।

- অশুদ্ধ: সে, আমি ও তুমি পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা খেয়েছি।
- শুদ্ধ: আমি, তুমি ও সে পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা খেয়েছি ।

প্র্যাকটিস

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- পৈত্রিক - পৈতৃক
- সান্ত্বনা, স্বান্তনা - সান্ত্বনা
- অংশিদার - অংশীদার
- পুণর্বাসন - পুনর্বাসন
- পুন্যাহ - পুণ্যাহ
- সুষ্ঠ - সুষ্ঠু

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- সম্বর্ধনা – সংবর্ধনা
- আপোষ – আপস
- চত্তর, চত্ত্বর – চত্বর
- চুড়ান্ত – চূড়ান্ত
- শষ্য – শস্য
- সুপারিস - সুপারিশ

অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- জ্বাজ্বল্যমান - জাজ্বল্যমান
- আগমনী - আগমনি
- ভুমি - ভূমি
- দ্বন্দ - দ্বন্দ্ব
- নুতন - নূতন
- ভূড়িওয়ালা - ভুঁড়িওয়ালা